বরেণ্য ইমাম ও মনীষীদের দৃষ্টিতে

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন ও

মীলাদ-কিয়াম

সংকলক

জুবাইর আহমাদ

গবেষক শিক্ষক, দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ

সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১

সম্পাদক

মুহাম্মদ ফরিদ

শিক্ষক, দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মুদ্রণে : মিরাজ কালার হাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা
: ✆ ০১৭১২৬০৮৭৫৯
অনলাইন পরিবেশক: rokomari.com - wafilife.com
Web : darunnazatkitabbivag.com
: @dmkbofficial, উলুমুল কুরআন ওয়াসসুন্নাহ

মুল্য: ৮২০ টাকা

[সততা ও দক্ষতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ]

Page in actual:472, Forma:29.5 , gms: 80 (offset)
Borenno Imam o Monishider dristite Miladunnobi sm. udjapon o Milad kiam
By jubayer ahmad
published by : siddikia prokashoni, bangladesh
E-mail : info. siddikia2024@gmail.com

উৎসর্গ

কুত্ববুল আলম, আমীরে শরীয়ত, আমীরে তরীকত, আমীরে হিযবুল্লাহ, ছারছীনা শরীফের আলা, মুজাদ্দিদে যামান, হযরত মাওলানা শাহ মোহাম্মদ মোহিব্বুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর, জান্নাতুল ফেরদাউসের সুউচ্চ মাকাম কামনায়।

من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه

যার কর্ম (গুনাহ বা অদক্ষতা) তাকে পিছিয়ে দেয়,

বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারে না। (মুসলিম, ২৬৯৯)

সূচীপত্র

সংক্ষিপ্ত বর্ণনাধারা

প্রথম অধ্যায়

(বেদআত ও সংশ্লিষ্ট কিছু মূলনীতি)

প্রথম পরিচ্ছেদ: বেদআত: পরিচয়, ব্যাখ্যা, প্রকরণ ও প্রয়োগ.........৭৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: "القياس في العبادة" "الأصل في العبادة التوقيف" ১০৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: "مَن سن في الإسلام سنة حسنة" ১১১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: "كل بدعة ضلالة" ১১৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: তারকুন নবী ﷺ: হুজ্জিয়্যাত ও দালালাত............১২৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: "من تشبه بقوم فهو منهم" ১৪০
সপ্তম পরিচ্ছেদ: ঈদ শব্দের ব্যবহার.......................................১৪৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

(মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: সূচনা ও ক্রমবিকাশ)

প্রথম পরিচ্ছেদ: বিলাদুল মাগরিব তথা উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুসে তথা স্পেনে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন..১৫৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বিলাদুল মাশরিক তথা ইরাক, সিরিয়া ও মিসরে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: সূচনা ও ক্রমবিকাশ; একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা..১৭৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বিলাদুল হিজায তথা মক্কা, মদীনায় মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন..২১৪

তৃতীয় অধ্যায়

(জুমহুর সালাফের দৃষ্টিতে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন)

৬৪ জন বরেণ্য ইমাম ও মনীষীর ইলমী মাকাম ও অভিমত.........২২৫

চতুর্থ অধ্যায়

(নুসূসে শরীয়াহ ও মীলাদ উদযাপন)

মীলাদ উদযাপনের বহু দলিল থেকে চারটি দলিল..........৩৫৯

পঞ্চম অধ্যায়

(মীলাদ-কিয়ামঃ পরিচিতি ও বরেণ্য ইমাম মনীষীদের বক্তব্য)

প্রথম পরিচ্ছেদঃ মুনকারাত মুক্ত মীলাদ মজলিসের পরিচয়...........৩৮৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বরেণ্য ইমাম মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদ-কিয়াম...৪০৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ বেদআতী মীলাদের স্বরূপ...........................৪২১

ষষ্ঠ অধ্যায়

(মীলাদকে বেদআত ফতোয়া দিয়েছেন যারা)

প্রথম পরিচ্ছেদঃ মীলাদকে বেদআত ফতোয়া দিয়েছেন যারা.........৪২৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ উলামায়ে হকের একটি দল মীলাদ মাহফিলের বিরেধিতার কারণ ও আমাদের করণীয়..................................৪৪৯

সূচীপত্র

বিস্তারিত বর্ণনাধারা

বাণী..২৮
সম্পাদকীয়...৩১
ভূমিকা...৩৯
বইয়ের সারসংক্ষেপ...৪৩

প্রথম অধ্যায়

বেদআত ও সংশ্লিষ্ট কিছু মূলনীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেদআত: পরিচয়, ব্যাখ্যা, প্রকরণ ও প্রয়োগ............................৭৩
বেদআত: কিছু বাস্তবতা
প্রথম বাস্তবতা: বেদআত নির্ণয়ে তাড়াহুড়ো নয়, ধীরস্থিরতা কাম্য.......৭৩
দ্বিতীয় বাস্তবতা: বেদআতের পরিচয়ে উলামায়ে কেরামের মানহাজগত পার্থক্য...৬৮
তৃতীয় বাস্তবতা: বেদআত সংক্রান্ত যেসব বিষয়ে উলামায়ে কেরাম একমত...৭৫
বেদআত: পরিচয়, ব্যাখ্যা, প্রয়োগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ
আমরা যে বেদআতের আলোচনা করতে চাই..............................৭৬

বেদআতের পরিচয় ও ব্যাখ্যা

বেদআতের পরিচয়, ব্যাখ্যা:..৭৭
(যাকে সত্ত্বাগতভাবে দীনি বিষয় মনে করা হয়)..........................৭৮
ইমাম সা'দুদ্দীন তাফতাযানী রহ. এর বক্তব্য...............................৭৯
ইমাম ইবনু বাদীস রহ. এর বক্তব্য..৭৯
ইমাম মুযহিরী রহ. এর বক্তব্য..৭৯
(অথচ তা সত্ত্বাগতভাবে দীনি বিষয় না হওয়ার ব্যাপারটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত)..৭৯

সূচীপত্র

মুখতালাফ ফীহ বিষয়কে বেদআত না বলার যৌক্তিক শরয়ী কারণসমূহ:..৮০
মুখতালাফ ফীহ বিষয়সমূহকে বেদআত না বলার ক্ষেত্রে ইমামদের নির্দেশনা. ৮১
ইমাম আবুল কাসিম কিওয়ামুস সুন্নাহ আসবাহানী রহ. এর বক্তব্য........৮১
ইমাম শাতেবী রহ. এর বক্তব্য...৮২
বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ও উসূলবিদ আবু সাঈদ খাদিমী রহ. এর বক্তব্য..৮২
ইমাম মুহাম্মদ তাহির ইবনু আশুর রহ. এর বক্তব্য........................৮২

ইমামগণ কর্তৃক বেদআতের পরিচয় ও তুলনামূলক আলোচনা

ইমাম শাফেয়ী রহ. এর বক্তব্য...৮৩
শাফেয়ী মাযহাবের ভাষ্যকার ইমাম আবু শামাহ রহ. এর বক্তব্য.........৮৪
ইমাম মুহাম্মদ বিন উযাইর সিজিসতানী রহ. এর বক্তব্য...................৮৪
আহমাদ বিন আব্দুল কাদের রুমী আল হানাফী রহ. এর বক্তব্য..........৮৫
ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রহ. এর বক্তব্য....................................৮৬
ইমাম আব্দুল হাই লাখনভী রহ. এর বক্তব্য.................................৮৬
শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. এর বক্তব্য.........................৮৬
ইমাম হাসান বিন আলী ফাইয়ূমী রহ. এর বক্তব্য.........................৮৭
ফকীহ শাইখ মুহাম্মদ আফেন্দী রুমী রহ. এর বক্তব্য......................৮৭
ইমাম হাফিয আব্দুর রউফ আল মুনাভী রহ. এর বক্তব্য...................৮৭
আবুল আব্বাস নাফরাভী রহ. এর বক্তব্য....................................৮৭
ইমাম শাতেবী রহ. ও বেদআত..৮৮
শাতেবী রহ. কর্তৃক বেদআতের পরিচয়: ৮৯
শাতেবী রহ. কর্তৃক বেদআতের প্রকরণ: ৯০
শাতেবী রহ. কর্তৃক প্রদত্ত বেদআতের পরিচয়: বিশ্লেষণ ও কিছু আপত্তি
সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও কিছু আপত্তি: ৯১
আপত্তি-০১: সালাফের কিছু কাজকেও বেদআত আখ্যা দেয়া:..........৯২
আপত্তি-০২: বেদআত নির্ণয়ে অগ্রহণযোগ্য ও অস্পষ্ট শর্তারোপ করা..৯৩
বেদআতের প্রকরণ: একটি সরল বিশ্লেষণ...........................৯৪

যারা বেদআতের প্রকরণ ও বেদআতে হাসানার স্বীকৃতি দিয়েছেন......৯৬

বেদআত ও মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন

একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

বেদআতের প্রথম শর্ত ও মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন.........................৯৮
বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ও উসূলবীদ খাদিমী রহ. এর বক্তব্য..............৯৯
বিশিষ্ট ইমাম ও মুজতাহিদ আবু শামাহ রহ. এর বক্তব্য..................৯৯
মীলাদ উদযাপন যেসব দীনি কাজের সহায়ক:..............................১০১
বেদআতের দ্বিতীয় শর্ত ও মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন.......................১০১
মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনকে ইবাদত বলা যাবে কি?.......................১০২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"الأصل في العبادة التوقيف" "القياس في العبادة"

উসূলুল ফিকহের আলোকে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

পরিভাষা পরিচিতি
আল আসলু ফিল ইবাদাতি আত তাওকীফ: ১০৩
আল কিয়াস ফিল ইবাদাত: ১০৩

ইবাদত: তাওকীফ ও কিয়াস

ইবাদতে তাওকীফ ও কিয়াস: উসূলুল ফিকহের আলোকে..............১০৩
কিয়াসের শর্তসমূহ...১০৪
যেসব বিষয়ে কিয়াস চলে না..১০৫
তাআব্বুদী ও তাওকীফি বিষয়সমূহ...১০৫
আলোচনার নতীজা...১০৬
ফায়দা: কোনো বিষয় তাআব্বুদী হওয়া বা না হওয়া ইজতিহাদী বিষয়..১০৭
ইবাদতে তাওকীফ ও কিয়াস: তাতবীকি বাস্তবতার আলোকে........১০৭
সাহিবে হিদায়া ইমাম মারগিনানী রহ. এর বক্তব্য.....................১০৮

সূচীপত্র

আবু আব্দুল্লাহ কুরতুবী র. এর বক্তব্য ১০৯
সমকালীন বিখ্যাত আলেম শাইখ সাইফ আলী আসরী মা.যি.আ.এর বক্তব্য...১০৯
‘আল আসলু ফিল ইবাদাতি আত তাওকীফ: মর্মকথা...................১০৯
‘আল আসলু ফিল ইবাদাতি আত তাওকীফ’ ও মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন...১১০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"مَن سن في الإسلام سنة حسنة"

যুগশ্রেষ্ঠ ইমামদের ভাষ্য ও সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ...............................১১১
মুআজ রা. কর্তৃক সুন্নতে হাসানার উদ্ভব....................................১১২
ইমাম ইবনু রাসলান রহ. এর বক্তব্য ১১২

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. ও সুন্নতে হাসানা

ইমাম ইবনু আব্দিল বার রহ. এর বক্তব্য....................................১১৩
ইমাম নববী রহ. বলেন এর বক্তব্য...১১৪
ইমাম শরফুদ্দীন তীবি রহ. এর বক্তব্য......................................১১৫
আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. এর বক্তব্য......................................১১৬
ইমাম হাসান বিন আলী ফাইয়ূমী রহ. এর বক্তব্য..........................১১৬
ইমাম ইবনুল মালাক রহ. এর বক্তব্য..১১৭
ইমাম ইবনু আল্লান রহ. এর বক্তব্য...১১৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"كل بدعة ضلالة"

বিশ্ববরেণ্য ইমামদের ভাষ্য এবং একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ..............১১৯
ইমাম মুহিউদ্দীন নববী রহ. এর বক্তব্য....................................১১৯
হাফিজ ইমাম আবু সুলাইমান খাত্তাবী রহ. এর বক্তব্য..................১২০
ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাভী রহ. এর বক্তব্য.............................১২১

ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী রহ. এর বক্তব্য............................১২১
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ কুরতুবী রহ. এর বক্তব্য..................১২২
ইমাম শরফুদ্দীন তীবি রহ. এর বক্তব্য....................................১২৩
হাফিয ইবনু রজব হাম্বলী রহ. এর বক্তব্য................................১২৩
সিরাজুদ্দীন ইবনুল মুলাক্কিন রহ. এর বক্তব্য..............................১২৪
হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. এর বক্তব্য........................১২৪
ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহ. এর বক্তব্য..................................১২৫
ইমাম হাসান বিন আলী ফাইয়ূমী রহ. এর বক্তব্য........................১২৬
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. এর বক্তব্য.................................১২৬
ইমাম শিহাবুদ্দীন কাসতাল্লানী রহ এর বক্তব্য............................১২৭
শাইখুল ইসলাম যাকারিয়্যা আনসারী রহ. এর বক্তব্য...................১২৭
ইমাম মোল্লা আলী কারী রহ. এর বক্তব্য..................................১২৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তারকুন নবী ﷺ: হুজ্জিয়্যাত ও দালালাত

উসূলবীদদের বক্তব্য ও সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ.................................১২৮
তারকুন নবীর হুজ্জিয়্যাত: খোলাসা বক্তব্য..........................১২৮

ইখতিলাফের মূল প্রতিপাদ্য

‘তারকুন নবী’র প্রকারভেদ: ১২৯
যে ধরনের তারকুন নবীর ব্যাপারে ইখতিলাফ:..........................১৩০
ইমাম আবু বকর আল জাস্‌সাস রহ. বক্তব্য...............................১৩০
এ ব্যাপারে ইমাম বদরুদ্দীন যারকাশী রহ. এর বক্তব্য...................১৩০
ইমাম ইবনু আমিরিল হাজ্জ রহ. এর বক্তব্য................................১৩১
মূলকথা: ১৩১
তারকুন নবীর হুজ্জিয়্যাত: জুমহুরের মতামত.............................১৩২
ইমাম আলূসী রহ. এর বক্তব্য...১৩২
আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ. এর বক্তব্য.......................১৩২
ইমাম আবু জা’ফর তহাভী রহ. এর বক্তব্য..............................১৩৩

ইমাম আবূ বকর আল জস্‌সাস আল হানাফী রহ. এর বক্তব্য...........১৩৩
ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. এর বক্তব্য..........................১৩৩
ইমাম ইবনু দাকীকিল ঈদ রহ. এর বক্তব্য.................................১৩৩
ইমাম ইবনু কুদামা আল হাম্বলী রহ. এর বক্তব্য.........................১৩৪
ইমাম ইবনু বাত্তাল রহ. এর বক্তব্য...১৩৪
ইমাম ইবনু মুফলিহ হাম্বলী রহ. এর বক্তব্য...............................১৩৪
ইমাম মানসূর বিন ইউনুস আল বুহুতী রহ. এর বক্তব্য..................১৩৫

তারকুন নবীর হুজ্জিয়্যত: কতিপয় ইমামের মতামত
ইমাম সামআনী রহ. এর বক্তব্য...১৩৫
আল্লামা ইবনু তাইমিয়া এর বক্তব্য..১৩৭

তারকুন নবী ও সুকূতুন ফি মাকামিল বায়ান: সাদৃশ্য ও পার্থক্য
সুকূতুন ফি মাকামিল বায়ান..১৩৯
হাফিয আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ. এর বক্তব্য.............১৩৯
সিদ্ধান্ত: ১৩৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
"من تشبه بقوم فهو منهم"
বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ: একটি ভুল চিন্তার সংশোধন..............১৪০
উদাহরণ-০১: ১৪০
উদাহরণ-০২: ১৪১
ফায়দা-০১: ১৪২
ফায়দা-০২: ১৪৩
মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন বনাম ঈসা আ. এর জন্মদিন উদযাপন........১৪৩
ইমাম তরতুশী ও আযাফী রহ. এর বক্তব্য.................................১৪৫
ফকীহ আবুল কাসিম রহ. এর বক্তব্য.......................................১৪৫
ইমাম বুরযুলী রহ. বক্তব্য..১৪৬

ইমাম ইবনু আব্বাদ রহ. এর বক্তব্য..১৪৬
ইমাম ইবনু মারযুক রহ. এর বক্তব্য..১৪৭
ইমাম সাখাভী রহ. এর বক্তব্য..১৪৮

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ঈদ শব্দের ব্যবহার

ঈদ শব্দের ব্যবহার..১৪৯
ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ : শাব্দিক বিশ্লেষণ
আল মু'জামুল ওয়াসীতের ভাষ্যমতে..১৫০
মু'জামুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ আল মুআসিরার ভাষ্যমতে..............১৫০
মু'জামুল গনী এর ভাষ্যমতে..১৫০
মু'জামুর রায়েদ এর ভাষ্যমতে..১৫০

ঈদে মীলাদুন্নবী ﷺ : উলামায়ে কেরামের বক্তব্য

ইমাম ইবনু আব্বাদ রুনদী মালেকী রহ. এর বক্তব্য.....................১৫১
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনুর রাসসা রহ. এর বক্তব্য......................১৫১
ইমাম ইবনু জাযারী রহ. এর বক্তব্য..১৫১
শাইখুল ইসলাম ইমাম খারাশী রহ. এর বক্তব্য.............................১৫২
আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর বক্তব্য..........................১৫২

দ্বিতীয় অধ্যায়

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: সূচনা ও ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিলাদুল মাগরিব ও আন্দালুসে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন

সূচনা ও ক্রমবিকাশ: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা.....................১৫৫

বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের বক্তব্য

ইমাম ইবনু মারযুক আল খতীব রহ. এর বক্তব্য..........................১৫৬

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক হাফিয আবুল আব্বাস আহমাদ আল মাক্কারী রহ. এর বক্তব্য..১৫৬
বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আহমাদ বিন খালেদ আন নাসিরী রহ. এর বক্তব্য..১৫৭

ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ আল আযাফী রহ.: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম

জন্ম ও বেড়ে ওঠা...১৫৭
ইলম অর্জন...১৫৭
দারস-তাদরীস...১৫৮
তাসনীফাত...১৫৮
ইমামদের দৃষ্টিতে আবুল আব্বাস আহমাদ আল আযাফী রহ. ১৫৯

বিলাদুল মাগরিবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন
সূচনা ও প্রেক্ষাপট

প্রাককথন: ১৫৯
প্রেক্ষাপট:...১৬০
সূচনা: ১৬২
নতুন সংস্কৃতির শরঈ ভিত্তি: ১৬৬
আপত্তি ও জবাব: ১৬৬

বিলাদুল মাগরিবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: ক্রমবিকাশ

সাবতার আমীরের পৃষ্ঠপোষকতায় মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন:
নতুন দিগন্তের সূচনা...১৬৮
ঐতিহাসিক আবুল আব্বাস ইবনু আযারী রহ. এর বক্তব্য................১৭০
মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: সাবতা থেকে মাররাকেশ.......................১৭১
মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: মরক্কোর প্রতিটি শহরে..........................১৭১
বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আহমাদ আন নাসিরী এর বক্তব্য.....................১৭১
ইমাম ইবনু মারযুক আল খতীব রহ. এর বক্তব্য.........................১৭২

সূচীপত্র

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: সমগ্র বিলাদুল মাগরিবে........................১৭২
বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইবনু দীনার আবুল কাসিম কাইরাওয়ানী রহ. এর বক্তব্য...১৭৩
ঐতিহাসিক আবুল আব্বাস মাক্কারী রহ. এর বক্তব্য......................১৭৩
মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: বিলাদুল মাগরিব পেরিয়ে আন্দালুসে.........১৭৪
ইবনু খালদুন রহ. এর বক্তব্য...১৭৪
উপসংহার:...১৭৫

বিলাদুল মাগরিবে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন: উলামায়ে কেরামের অবস্থান

ইমাম সাখাভী রহ. এর বক্তব্য...১৭৫
ইমাম ইবনু মারযুক রহ. এর বক্তব্য.......................................১৭৬
ইমাম আবুল কাসিম বুরযুলী রহ. এর বক্তব্য.............................১৭৬
ইমাম আবু আব্দুল্লাহ রাসসা' রহ. এর বক্তব্য.............................১৭৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিলাদুল মাশরিকে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন

সূচনা, ক্রমবিকাশ ও একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

বিলাদুল মাশরিকে মীলাদ উদযাপন

সূচনার প্রথম পর্ব:...১৭৮
সূচনার দ্বিতীয় পর্ব:...১৭৮

আবু হাফস উমর বিন মুহাম্মদ মাল্লা আল মুসেলী রহ

পরিচিতি ও ইহতিফাল বিল মাওলিদ: উলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন

ঈমামদের দৃষ্টিতে উমর বিন মুহাম্মাদ মাল্লার পরিচয়...................১৭৯
ইমাম আবু শামাহ মাকদেসী রহ. এর বক্তব্য.............................১৭৯
ইমাম সিবতু ইবনুল জাওযী রহ. এর বক্তব্য.............................১৮০
সুলতান নুরুদ্দীন যিনকী রহ. ও মুহাম্মদ মাল্লা রহ এর বক্তব্য...........১৮০
ইমাম আবু শামাহ এর বক্তব্য..১৮০
ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহ. এর বক্তব্য.................................১৮০

সূচীপত্র

শাইখ উমর বিন মুহাম্মাদ মাল্লা রহ. এর মীলাদ উদযাপন:
বর্ণনা ও মূল্যায়ন..১৮১
ইমাম আবু শামাহ মাকদেসী রহ. এর বক্তব্য.............................১৮১
ইমাম আবু শামাহ রহ. এর বক্তব্য...১৮১
ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রহ. এর বক্তব্য....................................১৮২
একটি মূল্যায়ণ:...১৮২
উমর মাল্লার মীলাদ উদযাপন:
সুলতান নুরুদ্দীন যিনকী রহ. এর সমর্থন...................................১৮৩
ইমাম ইবনুল আসীর রহ. এর বক্তব্য..১৮৪
ইমাম ইবনুল ইমাদ রহ. এর বক্তব্য..১৮৪
বিলাদুল মাশরিকে মীলাদ উদযাপন: ক্রমবিকাশ..........................১৮৫

বাদশা মুজাফফরুদ্দীন আবু সাঈদ কুকুবুরী রহ.
পরিচিতি ও ইহতিফাল বিল মাওলিদ: উলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন
বাদশা মুজাফফরুদ্দীন: পরিচিতি ও শাসন ক্ষমতা
জন্ম, বেড়ে উঠা ও শাসন ক্ষমতা লাভ......................................১৮৬
ব্যক্তিত্ব শাসন ক্ষমতা মূল্যায়ন...১৮৭
ইমাম যাহাবী, সুয়ূতি ও ইবনুল ইমাদের বক্তব্য...........................১৮৮
ইমাম ইবনু কাসীর রহ. এর বক্তব্য...১৮৮
ইমাম ইউসুফ সিবতু ইবনুল জাওযী রহ. এর বক্তব্য.....................১৮৯
ইমাম শামসুদ্দীন ইবনু খাল্লেকান রহ. এর বক্তব্য.........................১৯০

ইয়াকুত আল হামাভী কর্তৃক বাদশা মুজাফফরের চরিত্রের বর্ণায়ন
একটি বিশ্লেষণ..১৯৭
বাদশা মুজাফফর কর্তৃক আয়োজিত মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন
বিবরণ, মূল্যায়ন ও উলামায়ে কেরামের অবস্থান..........................২০০
শাওকানী র. এর বক্তব্য...২০২

বাদশা মুজাফফর কর্তৃক আয়োজিত মীলাদ উদযাপন উলামায়ে কেরামের মূল্যায়ন

ইমাম ইবনু খাল্লেকান রহ. এর বক্তব্য....................................২০৭
ইমাম ইবনু কাসীর রহ. এর বক্তব্য..২০৭
ইমাম আবু শামাহ রহ. এর বক্তব্য...২০৮
ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. এর বক্তব্য.......................২০৮
ইমাম সাখাভী রহ. এর বক্তব্য...২০৮
ইমাম নাজমুদ্দীন গাইতী রহ. এর বক্তব্য..................................২০৯
ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. এর বক্তব্য..................................২০৯
ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. এর বক্তব্য..............................২০৯
ইমাম মুল্লা আলী কারী রহ. এর বক্তব্য....................................২১০
সিবতু ইবনুল জাওযী রহ. এর বর্ণনাঃ কিছু আপত্তি ও সত্যতা.........২১০
ইমাম যাহাবী রহ. এর বক্তব্য...২১১

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনঃ ইরবিল ছাড়িয়ে মিশর ও শামে

ইমাম সাখাভী রহ. এর বক্তব্য...২১১
ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. এর বক্তব্য.......................২১২
বিলাদুল মাশরিকে মীলাদ উদযাপনঃ উলামায়ে কেরামের অবস্থান....২১২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিলাদুল হিজাযে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন.................................২১৪
ইবনু জুবাইর আন্দালুসী রহ. এর বক্তব্য..................................২১৪
ইমাম আবুল আব্বাস আযাফী রহ. এর বক্তব্য...........................২১৫
ইবনু বতুতা রহ. এর বক্তব্য..২১৫
ইমাম শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী রহ. এর বক্তব্য........................২১৬
ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. এর বক্তব্য........................২১৬
ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ. এর বক্তব্য.............................২১৭
ইমাম জামালুদ্দীন জারুল্লাহ মাখযূমী রহ. এর বক্তব্য......................২১৮
ইমাম কুতবুদ্দীন নাহরাওয়ালী হানাফী রহ. এর বক্তব্য..................২১৮

মোল্লা আলী কারী রহ. এর বক্তব্য..২১৯
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. এর বক্তব্য..................২১৯

তৃতীয় অধ্যায়

বরেণ্য ইমাম ও মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন

১। ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ আযাফী আল মালেকী রহ..........২২৫
২। ইমাম ইসমাঈল ইবনে যফার হাম্বলী রহ. ২২৮
৩। ইমাম আবু শামাহ দিমাশকী শাফেয়ী রহ...........................২৩০
৪। কাযী সদরুদ্দীন মাওহুব বিন ওমর আল জাযারী শাফেয়ী রহ.....২৩২
৫। ইমাম নাসিরুদ্দীন আল মুবারাক বিন তব্বাখ রহ.................২৩৩
৬। ইমাম যহীরুদ্দীন জা'ফর আততাযমানতী রহ.....................২৩৫
৭। ফকীহ আবুত তায়্যিব মুহাম্মদ বিন ইবরাহীম আল মালেকী রহ.২৩৭
৮। ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুস সালাম আল হাওয়্যারি তিউনিসী রহ...২৩৮
৯। ইমাম আবু মূসা ইবনুল ইমাম রহ.....................................২৪০
১০। শাইখুল ইসলাম শামসুদ্দীন ফানারী আল হানাফী রহ.............২৪১
১১। ইমাম মুহাম্মদ ইবনু মারযুক আল খতীব রহ.......................২৪৩
১২। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাদ রুনদী আল মালেকী রহ....২৪৫
১৩। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু আরাফা আল মালেকী রহ..........২৪৮
১৪। শাইখুল ইসলাম সিরাজুদ্দীন ইবনু রাসলান বুলকীনি রহ...........২৫১
১৫। আব্দুর রহমান ইবনু খালদুন রহ.....................................২৫৩
১৬। ইমাম ইবরাহীম বিন যুক্কাআ' আশ শাফেয়ী রহ...................২৫৫
১৭। শাইখুল ইসলাম ইমাম জালালুদ্দীন বুলকীনি আশ শাফেয়ী রহ..২৫৬
১৮। হাফিয ইমাম ওয়ালিউদ্দীন আবু যুরআ' ইরাকী শাফেয়ী রহ.....২৫৮
১৯। শাইখুল ইসলাম ইমাম আবুল কাসিম বুরযুলী আল মালেকী রহ...২৬০
২০। ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী রহ.......................২৬৩
২১। হাফিয ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ.....................২৬৬
২২। শাইখুল ইসলাম হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ...........২৬৮
২৩। ইমাম আলামুদ্দীন সালিহ বিন সিরাজুদ্দীন বুলকীনি রহ..........২৭১

সূচীপত্র

২৪। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল কাউরী রহ...২৭২
২৫। ইমাম আবুল মাহাসিন ইউসুফ ইবনু তাগরী বিরদী হানাফী রহ...২৭৪
২৬। ফকীহ ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুর রাসসা’ রহ. রহ...২৭৫
২৭। ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ যাররূক ফাসী আল মালেকী রহ..২৭৭
২৮। ইমাম শামসুদ্দীন সাখাভী আশ শাফেয়ী রহ......................২৭৯
২৯। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.......................................২৮২
৩০। ইমাম শিহাবুদ্দীন কাসতাল্লানী রহ................................২৮৪
৩১। ইমাম জামালুদ্দীন বাহরাক হাদরামী রহ...........................২৮৬
৩২। ইমাম মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালিহী শামী রহ.....................২৮৭
৩৩। হাফিয শিহাবুদ্দীন ইবনে হাজার হাইতামী রহ...................২৮৯
৩৪। শাইখুল ইসলাম ইমাম নাজমুদ্দীন গায়তী রহ.....................২৯১
৩৫। ইমাম মোল্লা আলী কারী রহ...২৯৩
৩৬। ইমাম শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আল মাক্কারী
আল মালেকী রহ..২৯৬
৩৭। ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল হাক্কী রহ...........................২৯৮
৩৮। ইমাম আবু মালিক আব্দুল ওয়াহিদ শরীফ আল মালেকী রহ..২৯৯
৩৯। ইমাম নূরুদ্দীন বিন বুরহানুদ্দীন হালাবী রহ.......................৩০১
৪০। মুহাদ্দিসুল হিন্দ শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহ........৩০৩
৪১। ইমাম আব্দুস সালাম বিন ইবরাহীম লাক্কানী মালেকী রহ........৩০৫
৪২। শাইখুল ইসলাম ইমাম আবু আব্দুল্লাহ খারাশী রহ................৩০৭
৪৩। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল বাকী যুরকানী রহ...................৩০৮
৪৪। শাইখুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ........৩১০
একটি সংশয় নিরসন...৩১২
৪৫। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন হাসান বান্নানী রহ............৩১৫
৪৬। শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আরাফা দুসূকী রহ...৩১৭
৪৭। ফকীহ মুহাম্মাদ আল আমীর আল কাবীর মালেকী রহ...........৩১৯
৪৮। ইমাম আবুল আব্বাস আহমাদ সাভী আল মালেকী রহ..........৩২০
৪৯। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ উলাইশ আল মালেকী রহ.........৩২১
৫০। ইমাম আব্দুল হাই লাখনভী রহ.....................................৩২৪

৫১। আহমাদ বিন যাইনী দাহ্‌লান রহ....................................৩২৮
৫২। ফকীহ আল্লামা আহমাদ ইবনু আবিদীন রহ......................৩৩০
৫৩। ইমাম মুহাম্মদ বিন জা'ফর আল কাত্তানী রহ......................৩৩১
৫৪। আল্লামা বাখীত বিন হুসাইন আল মুতীঈ রহ......................৩৩৩
৫৫। ইমাম যাহেদ ইবনুল হাসান আল কাউসারী রহ...................৩৩৬
৫৬। শাইখুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ তাহির বিন আশুর রহ.........৩৩৮
৫৭। আবুল ফযল আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দীক আল গুমারী রহ.............৩৪০
৫৮। সাইয়েদ আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী রহ...........................৩৪৩
৫৯। শাইখ আব্দুল হালীম মাহমুদ রহ....................................৩৪৫
৬০। ইমাম হাফিয আব্দুল্লাহ সিরাজুদ্দীন আল হুসাইনী রহ...........৩৪৭
৬১। মুহাদ্দিসুল হারামাইন মুহাম্মাদ বিন আলাভী আল মালেকী রহ...৩৪৯
৬২। শাইখ মুহাম্মদ সাঈদ রমাদান আল বূতী রহ.................... ৩৫১
৬৩। আল্লামা ওয়াহবাহ জুহাইলী শাফেয়ী রহ..........................৩৫২
৬৪। ডক্টর ওমর আব্দুল্লাহ কামিল রহ...................................৩৫৩

চতুর্থ অধ্যায়

মীলাদ উদযাপনের দলিল

দলিল নং-০১: হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রহ. প্রদত্ত দলিল....৩৫৯
দলিল নং-০২: ইমাম শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী রহ. প্রদত্ত দলিল.....৩৬১
দলিল নং-০৩: ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. কতৃক প্রদত্ত দলিল.....৩৬২
তানবীহঃ ৩৬৩
দলিল নং-০৪: ইমাম ইবনু আশুর রহ. কতৃক প্রদত্ত দলিল............৩৬৪
একটি সার্বিক পর্যালোচনা..৩৬৫

মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন, কিছু আপত্তি ও জবাব

একটি বাস্তবতা:..৩৬৯

কিছু আপত্তি ও জবাব

আপত্তি-০১ ও তার জবাব: ৩৭১
আপত্তি-০২ ও তার জবাব:...৩৭১
আপত্তি-০৩ ও তার জবাব:...৩৭২
আপত্তি-০৪ ও তার জবাব:...৩৭৩
আপত্তি-০৫ ও তার জবাব:..৩৭৩
আপত্তি-০৬ ও তার জবাব:...৩৭৪
আপত্তি-০৭ ও তার জবাব:...৩৭৪
আপত্তি-০৮: ও তার জবাব: ৩৭৫
আপত্তি-০৯: ও তার জবাব:...৩৭৫
কিছু দুঃখজনক প্রশ্ন ও তার জবাব...৩৭৭
لا تتخذوا شهرا عيدا ولا يوما عيدا এই হাদিসের ব্যাখ্যা................৩৮০
سبحوا مئة، كبروا مئة এই হাদিসের ব্যাখ্যা..............................৩৮২

পঞ্চম অধ্যায়

মীলাদ-কিয়াম: পরিচিতি ও বরেণ্য ইমাম মনীষীদের বক্তব্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুনকারাত মুক্ত মীলাদ মজলিসের পরিচয়

এক নজরে মীলাদ-কিয়াম..৩৮৭
এক. কিছু মানুষ একত্রিত হওয়া...৩৮৭
দুই. সূরা ফাতিহা ও কিছু আয়াত তিলাওয়াত করা.....................৩৮৮
তিন. দরূদ পাঠ করা...৩৮৮

চার. তাওয়াল্লুদ পড়া..৩৮৮
ইমাম বারযানজী রহ. এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়................................৩৮৯
ইমাম বারযানজী রহ. লিখিত তাওয়াল্লুদ ও কিছু কথা..................৩৯০
পাঁচ. তাওয়াল্লুদ শেষে কিয়াম করা..৩৯২
আমরা কেন কিয়াম করি?...৩৯২
কেন শুধু নির্দিষ্ট সময়েই দাঁড়াই?..৩৯৩
তাযীমি কিয়াম কি বেদআত...৩৯৪
ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর বক্তব্য...............................৩৯৪
উলামায়ে দেওবন্দের দৃষ্টিতে কিয়াম.......................................৩৯৪
ছয়. নবিজী ﷺ এর শানে কাসিদা গাওয়া ও সালাম পাঠ করা.........৩৯৫
সাত. কিয়াম শেষে দুআ-মুনাজাত করা.....................................৩৯৭
আট. মিষ্টি জাতীয় কোনো কিছু বিতরণ করা.............................৩৯৭
কেন এই তারতীব?..৩৯৭
ইয়া নাবী সালামু আলাইকাঃ একটি পর্যালোচনা ৩৯৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বরেণ্য ইমাম মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদ-কিয়াম

ইমাম নূরুদ্দীন বিন বুরহানুদ্দীন হালাবী রহ. এর বক্তব্য ৪০৭
ইমাম আবুস সাউদ রাহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য ৪০৭
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল হাক্কী রহ. এর বক্তব্য ৪০৮
মক্কার প্রধান কাযী ফকীহ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান সিরাজ রহ. এর বক্তব্য.. ৪০৮
ইমাম মুহাম্মদ বিন জা'ফর আল কাত্তানী আল ইয়ামানী রহ. এর বক্তব্য..৪০৯
ইমাম বারযানজী রহ. এর বক্তব্য ৪১০
মুহাম্মদ বিন আলাভী মালেকী রহ. এর বক্তব্য ৪১০
ইমাম আহমাদ বিন যাইনী দাহলান রহ. এর বক্তব্য ৪১১
শাইখুল আযহার ইমাম সালিমুল বিশরী মালেকী রহ এর বক্তব্য ৪১১

ফকীহ শাইখ মুহাম্মদ বিন খলীল হিজরসী মিসরী শাফেয়ী রহ. এর বক্তব্য..৪১২
ইমাম আহমাদ উলাইশ মালেকী রহ এর বক্তব্য ৪১২
আল্লামা শাইখ মাহমুদ আল আত্তার দিমাশকী রহ এর বক্তব্য ৪১৩
ইমামুশ শরীয়াহ ওয়াত তরীকাহ আবু বকর সিদ্দীক আল ফুরফুরাভী আল মুজাদ্দেদী রহ...৪১৪
ইমামুশ শরীয়াহ ওয়াত তরীকাহ আল্লামা কারামত আলী জৌনপুরী রাহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য ৪১৪
হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ এর বক্তব্য ৪১৫
মুসনিদুল হিন্দ শাইখ আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী রহ. এর বক্তব্য............৪১৭
শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে ইলাহাবাদী রহ. এর বক্তব্য ৪১৮
শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানভী রহ এর বক্তব্য ৪১৮
মুফতি আমীমুল ইহসান আল মুজাদ্দেদী আল বারাকাতী রহ.........৪১৯
হিন্দুস্তানের অন্যান্য উলামায়ে কেরামের ফতোয়া........................৪১৯

৩য় পরিচ্ছেদ

মীলাদ মাহফিল হোক মুনকারাতমুক্ত ৪২১

ষষ্ঠ অধ্যায়

মীলাদকে বেদআত ফতোয়া দিয়েছেন যারা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মীলাদকে বেদআত ফতোয়া দিয়েছেন যারা

১। ফকীহ আবু হাফস তাজুদ্দীন ফাকেহানী রহ. সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম...৪২৫
মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে তাজুদ্দীন ফাকেহানী রহ. এর ফতোয়া.....৪২৫
তাজুদ্দীন ফাকেহানী রহ. এর ফতোয়া ও একটি পর্যালোচনা..........৪২৬
২। ইমাম আবূ ইসহাক ইবরাহীম শাতেবী রহ...........................৪২৮
শাতেবী রহ. এর ফতোয়া..৪২৯

সূচীপত্র

শাতেবী রহ. এর ফতোয়া ও একটি পর্যালোচনা..........................৪২৯
৩। ফকীহ আবু আব্দুল্লাহ ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ....................৪৩০
মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে ফকীহ ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. এর ফতোয়া...৪৩০
ফকীহ ইবনুল হাজ্জ মালেকী রহ. এর ফতোয়া ও একটি পর্যালোচনা..৪৩২
৪। শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল হাফফার রহ...............৪৩৪
মীলাদ উদযাপনের ব্যাপরে শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল হাফফার রহ. এর বক্তব্য...৪৩৪
৫। আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ আশ শাওকানী ৪৩৫
মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে আল্লামা কাযী শাওকানী এর অভিমত........৪৩৬
কাযী শাওকানী এর ফতোয়া ও একটি পর্যালোচনা ৪৩৬
৬। আল্লামা তাকীউদ্দীন ইবনু তাইমিয়া: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইলমী মাকাম..৪৩৭
মীলাদ উদযাপনের ব্যাপরে আল্লামা ইবনু তাইমিয়া এর অভিমত......৪৩৮
মীলাদ উদযাপন সম্পর্কে আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার ফতোয়া ও একটি পর্যালোচনা ৪৩৯
একটি সার্বিক পর্যালোচনা...৪৪১
৭। ইমাম ইবনু হাজার হায়তামী রহ.....................................৪৪১
৮। শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায...৪৪৩
৯। শাইখ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমিন ৪৪৩
১০। শাইখ সালেহ আল ফাউযান ৪৪৩
একটি সার্বিক পর্যালোচনা...৪৪৪
সালাফী বা ওয়াহাবী আন্দোলনের ভয়াবহ চিন্তা-চেতনা.................৪৪৫
একটি শেকায়েত..৪৪৮

২য় পরিচ্ছেদ

উলামায়ে হকের একটি দল মীলাদ মাহফিলের বিরেধিতার কারণ ও আমাদের করণীয়..৪৪৯

ইলম আমল ও আখলাকের সমন্বয়ে পরিচালিত, ঐতিহ্যবাহী দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসার মুহতারাম অধ্যক্ষ, মাদরাসা শিক্ষার রাহবর, উসতাযুল আসাতিযা, আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক (মা. জি. আ.) এর

বাণী

إن الحمد لله و الصلوة و السلام على رسول الله. أما بعد

একজন ব্যক্তি প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য তার অন্তরে নবীজি ﷺ এর আযমত ও মহব্বত থাকা অত্যন্ত জরুরী। পৃথিবীর যেকোনো জিনিস থেকে রাসূল ﷺ কে সবচে বেশি ভালোবাসতে হবে। যুগে যুগে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীগণসহ প্রত্যেক নবী-প্রেমিক নবীজির প্রতি তাদের ভালোবাসার সর্বোচ্চ নমুনা দেখিয়েছেন। শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে যে যেভাবে পেরেছেন, নবীজির প্রতি তাদের নিবেদন পেশ করেছেন।

সাহাবায়ে কেরাম সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গ করে, তাঁর রক্ত পান করে, তাঁর থুথু মোবারক গায়ে মেখে, তাঁর হাতে-পায়ে চুমু খেয়ে ভালোবাসার নিদর্শন পেশ করেছেন। তাবেয়ীগণ সাহাবাদের সেই হাতে চুমু খেয়েছেন, যেই হাত রাসূল ﷺ কে স্পর্শ করেছিল। নবীজি ﷺ এর প্রতি সর্বোচ্চ আদব নিবেদনে ইমাম মালেক রহ. মদিনায় কোনো দিন বাহনে ওঠেননি, জুতা পরেননি এবং ইস্তেঞ্জাও করেননি। এভাবে প্রত্যেক যুগেই নবী-প্রেমিকগণ নিত্যনতুন পদ্ধতিতে তাঁর প্রতি নিজেদের আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

সেই ধারাবাহিকতায় নবীজির জন্মের খুশি ও স্মৃতিচারণে, তাঁর শুভাগমনের মহান নেআমতের শুকরিয়া আদায় করণার্থে, ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দিতে শুরু হয় মহাসমারোহে মীলাদুন্নবী ﷺ উদযাপন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইসলামী বিশ্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি অঞ্চল বিলাদুল মাগরিব, বিলাদুল মাশরিক ও বিলাদুল হিজাযে কোনো ধরনের আন্তঃসম্পর্ক ছাড়াই একই সময়ে এই

উদযাপনের সূচনা হয়। সূচনাকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র এটি উদযাপিত হয়ে আসছে।

উম্মতের জুমহুর উলামায়ে কেরাম এই উদযাপনকে নবীজির প্রতি ভালোবাসা ও তাযীম প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি উত্তম পদ্ধতি বা বেদআতে হাসানা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। পরবর্তীতে মীলাদ উদযাপনের পাশাপাশি মীলাদ-কিয়ামের প্রচলন শুরু হয়। মীলাদ উদযাপনের মতো মীলাদ-কিয়ামও ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এবং জুমহুর উলামায়ে কেরাম এর পক্ষে ফতোয়া প্রদান করেন। তবে অন্যান্য কল্যাণময় দীনি কাজের আশ্রয় নিয়ে কিছু বিপথগামী লোক যেমন নিজেদের প্রবৃত্তির পূজা করে থাকে, তেমনি মীলাদ উদযপান ও মীলাদ-কিয়ামকে কেন্দ্র করেও বহু মানুষ নিজেদের কু-প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করছে।

তাই মুনকারাতমুক্ত মীলাদ যেমন সমর্থনযোগ্য, তেমনি শিরক-বেদআতে ভরপুর মীলাদ মজলিসকে ত্যাগ করা, এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়াও জরুরী। অপরদিকে অনেকে মনে করেন, মীলাদ মজলিস বা মীলাদ উদযাপন মুনকারাতমুক্ত হলেও তা বেদআত। যেহেতু এটি প্রথম তিন যামানায় ছিল না। এই সিদ্ধান্তকেই তারা উম্মতের জুমহুর আলেমের সিদ্ধান্ত মনে করেন।

তো এই মাসআলাটির ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে জুমহুর আলেমদের সিদ্ধান্ত কী ছিল, তারা কীভাবে বিষয়টিকে মূল্যায়ন করেছেন, এই আমলটির সূচনা কারা করেছেন, কারা এর বিরোধিতা করেছেন, এ বিষয়গুলোই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যবহুল আলোচনার মাধ্যমে বক্ষ্যমাণ বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বইটির লেখক আমাদের স্নেহের ছাত্র, দারুন্নাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগের গবেষক শিক্ষক মাওলানা

জুবাইরের এ কাজকে কবুল করুন। তার ইলম, আমল, হায়াত ও রিযিকে বরকত দান করুন।

সর্বোপরি এ মাসআলাটি যেহেতু দীনের মৌলিক কোনো বিষয় নয়, তাই একে হক-বাতিলের মানদণ্ড ধরার কোনো সুযোগ নেই। যারা একে জায়েয মনে করেন না, তারাও সময়ের প্রয়োজনে নবীজি ﷺ এর মহব্বতের বহু নযরানা পেশ করেছেন। সুতরাং উম্মাহর এই ক্রান্তিলগ্নে কোনো শাখাগত মাসআলা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি না করে, এসব মাসআলাকে একান্তই ইলমী আলোচনার মাঝে সীমাবদ্ধ রেখে, উম্মাহর বৃহৎ কল্যাণের কাজে মনোনিবেশ করাই হবে সময়ের সেরা সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

(আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক)

অধ্যক্ষ, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা

সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

الحمد لله الذي جعل الاختلاف للأمة رحمة ما يظهر به في بحار العلم عمدة والصلوة والسلام على صاحب جميع البينة الذي فرق ذوي الإيمان ثلاثا وسبعين فرقة و نجى منهم فقط طائفة واحدة وهي من اعتصم بالكتاب والسنة على فهم الأئمة وعلى آله وأصحابه وخلفاء الملة الذين كانوا سلفا وجعلونا خلفا ومن خالفهم صاروا خلفا لأنهم اتبعوا أهوائهم تلفا وعدل عنهم جميع المسلمين فرحا . أما بعد.

ইখতিলাফ একটি সৌন্দর্য। বৈচিত্রময় সৌন্দর্য। ইলম ও রুচিবোধের সহীহ ও সালীম পরিমাপক। মানুষের আখলাক চেনার একটি সহজ ও মৌলিক মাধ্যম। ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাটির স্তর বোঝার এক নিরাপদ মানদণ্ড। অপারেশন থিয়েটারে একজন সার্জারি স্পেশালিস্টের গুরুত্ব যেমন, এ ময়দানে ভারসাম্যপূর্ণ ইলমী পণ্ডিতের অবস্থানও তেমন। এ জন্য শাইখ আওয়ামাহ মা.যি.আ. সংকলন করেছেন أدب الاختلاف নামে গুরুত্বপূর্ণ এক গ্রন্থ। যা ইখতেলাফের মানদণ্ডকে আরো পরিপাটি করে দেয়। প্রকাশ ভঙ্গিকে করে দেয় অত্যাধিক দৃষ্টিনন্দন ও শান্তিময়।

ইখতেলাফের জগতে দুজন মনীষীকে আমার খুব ভালো লাগে। তারা হলেন, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিশ্বস্ত মুখপাত্র, আমীরে শরীয়ত ওয়াত তরীকত, মুজাদ্দিদে যামান, ছারছীনা শরীফের আলা, হযরত পীর সাহেব হুযুর, মাওলানা মোহাম্মদ মোহেব্বুল্লাহ রহ. এবং মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়ার মুহতারাম আমীনুত তালীম, মুতাদিল আলিমে রাব্বানী, মুহাক্কিক মুসান্নিফ, উসতাযুল ফোকাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন, উস্তাদে মুহতারাম, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক মা.যি.আ.।

সাধারণত মতভেদ মনভেদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। ডাক্তারের অস্ত্রোপচারে যতটুকু সততা ও দক্ষতার প্রয়োজন, মতবিরোধপূর্ণ

মাসআলায় কথা বলতে হলে থাকতে হয় তেমনি ইখলাস আর ইখতিসাসের আয়োজন। মুসলমানদের তিয়াত্তর ফেরকার সবাই কোরআন সুন্নাহ থেকে দলিল দিয়ে নিজেদের হক্কানিয়তকে প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এক দলকেই হক বলেছেন। বাকি বাহাত্তর দলকে বাতিল ও জাহান্নামী বলেছেন।

এখন প্রয়োজন পড়ল এমন একটি মূলনীতির, যার মাধ্যমে বাহাত্তর দলকে সহজে শনাক্ত করা যায়। এ মূলনীতির স্বরূপ হিসেবে বলা যেতে পারে, কোরআন সুন্নাহর দলিলের সাথে আকওয়ালুল আইম্মাতিল আলামের সংযোজন থাকা। অর্থাৎ জুমহুর সালাফের সাথে থাকা। যা (عليكم بالسواد الأعظم.। তোমরা জুমহুর সালাফ ও খালাফের সাথে থাকো।) এই হাদীসের বাস্তবতা। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি, কোরআন সুন্নাহর দলিল সহজে পাওয়া গেলেও সালাফের ফাহামকে দলিলের সাথে পূর্ণ আমানত নিয়ে মিলানোটা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন হয়ে যায়।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমাদের অনেক আহলে হক উলামায়ে কেরামও কম মুতালাআ অথবা বেখেয়ালের কারণে সালাফের ফাহাম থেকে সরে গিয়ে সালাফী ওয়াহাবী ভাইদের মতো শুধু নস দিয়ে দলিল দিচ্ছেন। (এটি আমার ধারণা, ভুলও হতে পারে।) ইখতেলাফী বিষয়ে মুত্তাফাক আলাইহি বাতিল ফেরকা নজদী তাইমীদের মতো কথা বলেন। নিজেদের মুরব্বিদের বহু তাওয়ারুছী আমলকেও বেদআত-বাতিল বলে, নিজেকে আহলে হকের মুখপাত্র ভাবছেন। মাআযাল্লাহ! হাদানাল্লাহ!!

মতভেদের কারণে যেন মনভেদ তৈরি না হয়, এ জন্য আমরা দেশের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম তথা মুফতী মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব, মুফতি মিযানুর রহমান সাইদ সাহেব, মুফতি দিলওয়ার হোসাইন সাহেব, ঢালকানগরের মুফতি জাফর আহমাদ সাহেব, মাদানী নগর মাদরাসার

মুফতি আব্দুল বারি সাহেব, মুফতি ইযহারুল ইসলাম কাওসারী সাহেব, ঢালকানগর মাদরাসার সাবেক মুফতি এমদাদ সাহেব, শায়েখ আহমাদুল্লাহ সাহেব, মুফতি আরিফ বিন হাবিব সাহেব, মুফতি মুহাম্মাদ শামছুদ্দোহা আশরাফী সাহেব ও মুফতি রেজাউল করিম আবরার সাহেব এর সাথে সরাসরি দেখা করেছি। أطال الله حياتهم ونفعنا بهم - আলহামদুল্লিাহ! তাদের শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে দীর্ঘ সময় দিয়ে ধন্য করেছেন। পূর্ণ সম্মানের সাথেই আলাপচারিতা হয়েছে।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মরহুম ফজলুল হক আমিনী সাহেব, শাইখে যাত্রাবাড়ি মুহিউস সুন্নাাহ মাহমুদ হাসান সাহেব, ঢালকানগরের পীরে কামেল আব্দুল মতিন বিন হোসাইন সাহেব, মুফতি তাহমিদুল মাওলা সাহেব ও মুফতি শাকের উল্লাহ আল আসাদ সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। তবে অনেকের সাথে মোবাইলে দীর্ঘ আলাপের সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উম্মাহর তালীম ও তরবিয়তের জন্য কবুল করুন। আমীন!

উলামায়ে কেরামের পদযুগলে হাত রেখে আমরা বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি, আপনারা যারা মুনকারাত মুক্ত মীলাদ কিয়ামের বিরুদ্ধে বলেছেন অথবা বলছেন, আপনাদের কাছে আমরা যে ছোট একটি লেখা দিয়েছিলাম তার একটি সংশোধনী দয়া করে আমাদেরকে দিন। প্রয়োজনে আমরা আবারো আপনাদের কাছে যাবো। দরসের ন্যায় বসে বসে হলেও বুঝার চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ।

আমরা খুবই আনন্দিত হতাম! মীলাদবিরোধী ভাইদের কেউ যদি আমাদের কাছে একবারও এ বিষয় নিয়ে আসতেন! আমি কতইনা ভাগ্যবান হতাম! হয়ত উনাদের অনেক ব্যস্ততা, তাই আসতে পারেন না। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন!

আমাদের উপমহাদেশে এ বিষয় নিয়ে বহছ-বিতর্ক, দলিল স্বাক্ষর, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুনাযারা, পুলিশ বা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে স্বদলবলে বহছে উপস্থিত হওয়া, সাধারণ মানুষকে বিচারক বানিয়ে উম্মতের জাস্টিসতূল্য উলামায়ে কেরাম নিজেরা বাদি-বিবাদি সেজে ইসলামী মূল্যবোধকে অধঃমুখি করা, বিদ্বেষমূলক লেখালেখি ও প্রকাশনী, মাহফিল-পাল্টা মাহফিল, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, মাদরাসা ও মসজিদ থেকে বহু আলেমকে অবৈধভাবে হটানো, এক পক্ষ অপর পক্ষের সাথে পাল্টা পাল্টি চ্যালেঞ্জ, ইউটিউবে অশোভনীয় ও উসৃঙ্খল বক্তব্য দিয়ে যুদ্ধের ময়দান তৈরি করা, ফেইসবুকে মানহানিকর লেখার সয়লাব, ইলমের প্রতি গভীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদেরকে বিভিন্ন মাদরাসায় ভর্তি হতে না দেয়া, ভর্তি বাতিল করা, সকল বিষয়ে পরীক্ষা নেয়ার পরও কেন্দ্রীয়ভাবে ফলাফল বাতিল করা, মুত্তাফাক আলাই বাতিলদের সাথে ঐক্য করে ঈদগাহে খতীব সাহেবকে অপমান করা, দ্বীনিয়া মাদরাসার টেবিলগুলো অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নেয়া, একজন বিদগ্ধ আলেম ও আধ্যাত্মিক মহাসাধককে জালিম শিমারের মতো অসহনীয় নির্যাতন করে মুখে নাজাসাত ঢেলে দেয়াসহ বহু অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এমনকি খুনও করা হয়েছে। মাআযাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা সবাইকে ক্ষমা করুন। আমীন!

এ বিষয়ের ইখতেলাফ এতুটুকু পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, অনেকে মনে করেন মুসলমান দুই প্রকার। মীলাদী গায়রে মীলাদী। মাআযাল্লাহ!! এত কিছুর পরও শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম যদি এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেন, তাহলে আমাদের সকল ঘরানার ভক্তবৃন্দরা মীলাদ-কিয়াম নিয়ে সহজেই পারস্পরিক সহনশীলতায় পৌঁছতে পারবে বলে আমরা আশা করি। মত যার যার ইসলাম সবার। এটি হোক আমাদের শ্লোগান। বড়দের লেখালেখি ও কথাবার্তায় যদি উদারতা ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকে, তাহলে পাঠক ও শ্রোতাদের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান ধরে রাখা খুবই সহজ হয়ে

যায়। উলামায়ে কেরামের কাছে আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসখানা (إن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. নিশ্চই মহাসুদ হলো, ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানে আঘাত করা।) উল্লেখ করলাম।

অতএব উভয় পক্ষই, আমাদের বিদ্বেষমূলক বা স্বল্প মুতালাআর পুরাতন ভিডিও লেকচার এবং লেখালেখিগুলোকে আমাদের পেইজ ও চ্যানেল থেকে নিজ নিজ দায়িত্বে ডিলিট করে, জাতিকে বিদ্বেষের দাবানল থেকে এখনি মুক্ত করে এক নিরব ঐক্যের স্বরব পরিবেশ করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমরা মুখে যা বলি তার বাস্তবায়ন দরকার। অথবা অবাস্তব কথা না বলা দরকার। প্রচার মাধ্যমগুলোকে ঐক্যের সুরে সাজানো এখন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বড়রা এগিয়ে এলে ছোটরা এমনিতেই চলে আসবে। উভয় পক্ষকেই এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন!

আমাদের হাতে কোরআনে কারীমের কিছু জরুরি কাজ থাকায়, আমরা পর্যাপ্ত সময় দিয়ে ভালোভাবে বইটিকে সাজাতে পারিনি। এ জন্য ক্ষমাসুন্দর আচরণ কামনা করছি। কোরআনে কারীমের কাজটি যেন ইখলাস ও ইখতিসাসের সাথে করতে পারি, সবার কাছে আন্তরিক দুআ চাই।

“বরেণ্য ইমাম ও মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন ও মীলাদ-কিয়াম” বইটির লেখক, আমার স্নেহের সেরা ছাত্র ও শ্রদ্ধেয় উসতাযদের অন্যতম একজন, মাওলানা জুবাইর আহমাদ গাজিপুরী। তিনি আমাকে আকিদাতুত ত্বহাবী, আকায়েদে নাসাফী, জালালাইন ও মুআত্তায়ে মুহাম্মাদ দরসান পড়িয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার খাছ অনুগ্রহে এবং আমার উসতায ও

মা-বাবার দুআর বরকতে এ মর্যাদা লাভ করার সুযোগ পেয়েছি। اللهم لك الشكر كله بالقرأن وبهذه الكتب والمعلم ذي العلم الفرقان.

এ বইতে তিনি প্রায় সত্তর জনের মতো আইম্মায়ে আলামের মত এনে বিষয়টিকে সুসজ্জিত করেছেন। মীলাদবিরোধী আটজন ইমাম ও আলেমের মত এনে বিষয়টিকে আরো মজবুত করেছেন। অনেককে দেখা যায় ইখতেলাফী বিষয়ে শুধু নিজ পক্ষেরটাই খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করেন। ইলমী অভাবে অথবা বিদ্বেষের কারনে ভিন্ন মতকে পূর্ণ আমানতের সাথে উল্লেখই করেন না। অথবা একটু অনুবাদ হলেও এড়িয়ে যান। حفظنا الله!!

আমরা অনেক সময় উসূল ঠিক না করেই ফুরূঈ আলোচনায় সময় নষ্ট করি। এ জন্য বিজ্ঞ লেখক এখানে, প্রথমেই কিছু মৌলিক নীতিমালার বিশ্লেষণ এনে উলামায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। তিন-চারটি ব্যতীত প্রায় প্রতিটি হাওয়ালাই মূল গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন। এতটুকু রুচিবোধের জন্য তাকে কম পক্ষে দশগুণ সময় বেশি দিতে হয়েছে। আমরা অনেক সময় রেফারেন্স নেয়ার ক্ষেত্রে পক্ষেরটা পেলেই নিয়ে নেই। বিপক্ষেরটা যত মজবুত শর্তের ভিত্তিতে তলব করি, পক্ষেরটাকে ঠিক ততটাই দুর্বল হলেও গ্রহণ করি। এটি রুচিবোধের খুবই দীনতার প্রমাণ। লেখক যথাসম্ভব এ ধরনের কাজ এড়িয়ে চলেছেন।

এখানে অরেকটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তা হলো, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়ে ইসলামী বিশ্বের পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম এলাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলের ইমাম মুজতাহিদদের অবস্থানকে খুজে খুজে বের করে আমাদের সামনে পেশ করেছেন। যে কাজটি আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. তার ছালাছু রাসায়েলে করেছেন। এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন, এ বিষয়টি শুধু আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ের নয়। বরং মীলাদ

সম্পাদকীয়

কিয়াম বিষয়টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল এলাকায় সমানভাবে যুগ পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে আসছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ ইতিহাসকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমরা বেশির চেয়ে বেশি মুহাক্কিক মুকাল্লিদ। এর চেয়ে মোটেও বেশি নয়। লেখক হলেই মুজতাহিদ হয়ে যায় না। মুকাল্লিদকে নিজের অযোগ্যতার কথা মনে রেখেই তাহকীকের কাজ চালিয়ে যেতে হয়। অনেককে দেখা যায়, নিজে না বুঝলেও বড়দের ভুল হয়েছে বলে দেন। এটি অবশ্যই বাস্তব কথা যে, যতই বড় হোক না কেন, ভুল তো হতেই পারে। কিন্তু সমস্যা আরেক জায়গায়। তা হলো, ইজতিহাদের যোগ্য ব্যক্তি যদি ভুল করতে পারেন, তাহলে যারা ইজতিহাদের অযোগ্য তাদের ভুল হওয়ার বিষয়টি তো আরো বেশি স্পষ্ট ও বাস্তব। তাই সালাফের ব্যাপারে একটু বুঝে শুনে কথা বলা উচিত।

দলিল খোঁজা যেমন আমাদের দায়িত্ব, সালাফের আকওয়ালের সাথে মিলিয়ে বুঝা আরো বড় কর্তব্য। ভয়াবহ একসিডেন্টটা ঠিক এখানেই হয়। তাই লেখক প্রথমেই ইমামদের উসূল এনে তারপর ইতিহাস, সালাফের আকওয়াল-আমল, দলিল, কিয়াম (এর আলোচনা) ও মীলাদবিরোধী উলামায়ে কেরামের বক্তব্য নিয়ে এসেছেন। সম্মানিত লেখককে যদি আরো কিছু দিন সময় দেয়া যেত, তাহলে হয়ত বইটি তার রুচি মতো অনেকটাই সুসজ্জিত হতো।

এ কাজে আমাদেরকে যারা সহযোগিতা করেছেন সবার প্রতিই আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। দারুননাজাতের নির্ভীক কাণ্ডারি অধ্যক্ষ, আ.খ.ম. আবুবকর সিদ্দীক ও অত্র মাদরাসার শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতি আব্দুল লতিফ শেখ মা.যি.আ. এর তত্ত্বাবধান ও পরামর্শ এ কাজে আমাদের এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। বইয়ের সেটআপ ও লেখার সর্বোত্তম ধরণের

ব্যপারে অত্যন্ত মূল্যবান পরামর্শদানকারী মাওলানা রফিকুল ইসলাম (গোপালগঞ্জী হুজুরের) কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে মুফতি মাহদি হাসান, মুফতি হিফজুর রহমান চৌধুরী, মুফতি আব্দুল্লাহ আল মামুন, মুফতি নাজমুল ইসলাম, মুফতি ওবাইদুল্লাহ, মাওলানা হাবিবুর রহমান, স্নেহের ছাত্র রাকিবুল ইসলাম, মুখলিস খাদেম আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবরাহিম ও মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, এদেরকে আল্লাহ তাআলা আহসানুল জাযা দান করুন। আমীন!

আমরা ছোট মানুষ। অযোগ্যতার শেষ নেই। তারপরও উলামা ও তুলাবায়ে ইযামের সামনে একটুখানি প্রচেষ্টা উপহার হিসেবে রাখলাম। কারো কোনো আপত্তি, জিজ্ঞাসা থাকলে দয়া করে ০১৯২৩ ১৩০ ৫৬৫ এ নম্বরে পাঠাবেন। ‘আমরা ইনশাআল্লাহ সাদরে গ্রহণ করব।’ এ কথাটি অনেকে লেখার জন্যই লেখে। কথা শোনালেও শোনে না। আমরা গ্রহণ করার জন্যই লিখেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ইখলাস ও ইখতিসাসের নেআমতে ধন্য করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত

মুহাম্মদ ফরিদ

শিক্ষক, দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ।

পূর্ব বক্সনগর, সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

০৯/০৯/২৪ ইং

المقدمة

الحمد لله الذي أنعم علينا بإرسال أعظم نعمه، ثم أوجب علينا شكر إنعامه. ثم الصلاة والسلام على النبي الذي حث على سن السنن الحسنات. وعلى آله وأصحابه الذين أحدثوا البدع الحسنات، وعلى علماء أمته الذين نهجوا منهج الصحابة في الابتداء بالخيرات، فتواطؤوا مشرقا ومغربا مع أرض الحجاز على إبداع طريق في تعظيم يوم وشهر ولد فيه سيد الأبرار، قبله العلماء والفقهاء والحفاظ والمجتهدون على اختلاف الأزمان والأمصار .أمابعد.

ইমাম শিহাবুদ্দীন কাসতাল্লানী রহ. বলেন, “মুসলমানগণ যুগ যুগ ধরে নবীজি ﷺ এর জন্মের মাসটি উদযাপন করে আসছেন। এ রাতগুলোতে তারা ভোজসভা ও বিভিন্ন ধরনের দান-সদকা, আনন্দ প্রকাশ, বেশি বেশি নেক আমল ও মীলাদ পাঠে গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। এতে করে তাঁদের ওপর ব্যাপকভাবে বরকত প্রকাশিত হয়। বাস্তবে দেখা গেছে যে, এই মীলাদ অনুষ্ঠানের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এটি ঐ বছরের নিরাপত্তা হিসেবে কাজ করে এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য দ্রুত পূরণে সাহায্য করে।[১]

ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন দিমাশকী রহ. বলেন,“এই মীলাদের পরিপ্রেক্ষিতে রবিউল আউয়াল মাসকে তারা অত্যন্ত খুশি ও আনন্দের সাথে উদযাপন করে। আর এটি মক্কা, মাদিনা, মিসর ও সিরিয়াসহ ইসলামী বিশ্বের সবর্ত্রই হয়ে থাকে।”[২]

---

১. আল মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়্যাহ: ১/১৪৮।

২. জামেউল আছার: ১/৬২-৬৩।

ইমাম মুহাম্মদ বিন জা'ফর আল কাত্তানী আল ইয়ামানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "নবীজি ﷺ এর জন্মের মূহুর্ত ও সে সময়কার চমৎকার অবস্থা বর্ণনার সময় কিয়াম করার এই প্রচলন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।"[৩]

গত আটশত বছর ধরে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র মীলাদ উদযাপিত হয়ে আসছে। উলামায়ে কেরাম, রাজা-বাদশা ও সাধারণ জনতা প্রত্যেকেই অত্যন্ত আযমতের সাথে উক্ত উদযাপনে যোগদান করছেন।

সূচনাকাল থেকেই বিচ্ছিন্ন কিছু মতামত ছাড়া উম্মতের জুমহুর উলামায়ে কেরাম এর বৈধতা ও গুরুত্বের বয়ান দিয়ে আসছেন। তবে সময়ের ব্যাবধানে, বিশেষ করে সালাফী আন্দোলনের উত্থানের পর থেকে এই মুতাওয়ারাস আমলের ওপর বিভিন্ন আপত্তি ও সন্দেহ-শুবুহাত আরোপিত হতে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় ভারতীয় উপমহাদেশেও এই বিরোধিতার হাওয়া লাগে। ফলে উপমহাদেশের বিভিন্ন মহল থেকেও এই আমলের ওপর বিভিন্ন আপত্তি উপস্থাপিত হয়। একে মুতলাকভাবে বেদআত আখ্যা দেয়া হয়। এর বিরুদ্ধে অসংখ্য বই লেখা হয়। অপরদিকে ভালো মানুষ থেকে খারাপ মানুষের সংখ্যা ও হক্কানী পীরের চেয়ে ভণ্ড পীরের সংখ্যা যেমন বেশি হয়, তেমনি এদেশে মুনকারাতমুক্ত মীলাদ উদযাপকারীদের চেয়ে বেদআতী মীলাদ উদযাপনকারীদের সংখ্যা বেশি হয়ে পড়েছে।

ফলে একদিকে মুতলাকভাবে মীলাদকে বেদআত বলার বাড়াবাড়ি, অন্যদিকে নাচ-গান আর নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ছড়াছড়ি। প্রথম পক্ষের কিছু আলেম মীলাদকে বেদআত প্রমাণের জন্য বেদআতের বিকৃত মাফহুম বয়ান করা, মীলাদের পক্ষের আলেমদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য হিসেবে দেখানো, মীলাদের পক্ষে ফতোয়া প্রদানকারী ইবনু হাজার ও সুয়ূতী রহ.সহ যুগের মহান ইমামদেরকে জাহিল ও অদূরদর্শী বানিয়ে

---

৩. আল ইউমনু ওয়াল ইসআ'দ: ২০